সমতলের চা শিল্প

ড. মোহাম্মদ শামীম আল মামুন

ড. মোহাম্মদ শামীম আল মামুন ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের ১ জুলাই টাংগাইল জেলার ঘাটাইল উপজেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৯৪ সালে ঘাটাইল গণ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি ও ১৯৯৬ সালে ঘাটাইল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন। তিনি ২০০১ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ থেকে বিএসসিএজি (অনার্স) এবং ২০০৫ খ্রি. কীটতত্ত্ব বিষয়ে ১ম শ্রেণীতে এমএস ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ২০১০ সালে কলম্বো প্লান স্কলারশিপের আওতায় ভারতের তামিলনাড়ুস্থ কোথারী এগ্রিকালচারাল ম্যানেজমেন্ট সেন্টার হতে গ্রেড এ+ সহ টি প্লান্টেশন ম্যানেজমেন্ট' এ পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা (পিজিডি) ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ২০১৭ সালে সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টি টেকনোলজি বিভাগ হতে 'বাংলাদেশে চায়ের লালমাকড় নিয়ন্ত্রনে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন শিরোনামে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন।

তিনি ২০০৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জুলাই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ চা বোর্ডের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান শ্রীমঙ্গলস্থ বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই) এ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (কীটতত্ত্ব) পদে যোগদান করেন। অতঃপর তিনি ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের ২০ মার্চ উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (কীটতত্ত্ব) এবং ২০২২ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (কীটতত্ত্ব) পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন। তিনি ২০১৬ সালে চীন সরকারের অর্থায়নে চীনের ফুজিয়ানের জ্যাংজু কলেজ অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি থেকে 'পলিউশন ফ্রি টি প্রোডাকশন টেকনোলজি' এর উপর বিশেষ উচ্চতর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হন এবং 'টি মাস্টার' সনদ অর্জন করেন। তিনি ২০১৭-২০১৮ মেয়াদে ইউএসএআইডি (USAID) অর্থায়নে বিএআরসি'র এনএটিপি ফেজ-২ এর আওতায় 'টেকসই চা উৎপাদনে চায়ের ক্ষতিকর পোকামাকড়ের সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম)' প্রকল্পের প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর (পিআই) এর দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি ২০১৭ সালের ১৮ অক্টোবর হতে ৩০ জুন ২০২১ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত "এক্সটেনশন অব স্মল হোল্ডিং টি কালটিভেশন ইন নর্দান বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রকল্পের পরিচালক (পিডি) হিসেবে দায়িত্ব পালন ও প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়ন করেন।

জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশিত তাঁর ১০৯টি প্রবন্ধের মধ্যে ৪৪টি গবেষণা প্রবন্ধ, ১২টি কনফারেন্স পেপার, ৪টি থিসিস, ৭টি এবস্ট্রাক্ট, ৯টি বৈজ্ঞানিক সার্কুলার, ১৩টি পপুলার আর্টিকেল, ৭টি অনলাইন আর্টিকেল, ৮টি টেকনিক্যাল/স্টাডি রিপোর্ট/বুলেটিন ও ৫টি বই/অধ্যায় রয়েছে। তিনি ২০১৯ সালে ইন্দোনেশিয়া চা বোর্ড, ক্ষুদ্রায়তন চা বাগান, বটলিফ টি ফ্যাক্টরী, ইন্দোনেশিয়া টি এন্ড সিনকোনা রিসার্স ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করেন। 'দুটি পাতা একটি কুঁড়ি' মোবাইল অ্যাপ, 'ক্যামেলিয়া খোলা আকাশ স্কুল' ও 'বঙ্গবন্ধু চা গ্যালারী' তাঁর বিশেষায়িত উদ্ভাবন (ইনোভেশন)। তাঁর উদ্ভাবিত গবেষণালব্ধ 'চায়ের আইপিএম প্রযুক্তি' বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল কর্তৃক মুজিব শতবর্ষে প্রকাশিত "১০০ কৃষি প্রযুক্তি এটলাস" বইটিতে এ স্থান পেয়েছে যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক বইটির মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে। তিনি বাগান মালিক, ব্যবস্থাপক, ক্ষুদ্র চা চাষি সকলের নিকট অতিপরিচিত ও সফল চা বিজ্ঞানী ও গবেষক হিসেবে সমাদৃত। ব্যক্তিজীবনে ড. শামীম আল মামুন একজন সৎ, সদালাপী, আন্তরিক, বন্ধুবৎসল ও সামাজিক মানুষ। তিনি বিবাহিত ও দুই কন্যা সন্তানের জনক।

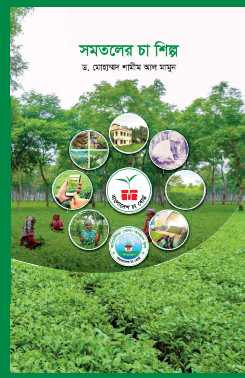

চা বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। ক্ষুদ্র পর্যায়ে সমতলে চা চাষের পথিকৃত জেলা পঞ্চগড়। "উত্তরের প্রবেশ দ্বার সবুজ চায়ের সমাহার" জেলা ব্রান্ডিং শ্লোগানকে সামনে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে পঞ্চগড়ের সমতলের চা শিল্প। ১৯৯৬ সালে তৎকালীন ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পঞ্চগড় সফরে এসে চা চাষের সম্ভাবনার কথা বলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চিন্তার ফসল আজকের পঞ্চগড়ের চা বাগান। ২০০০ সালে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় আনুষ্ঠানিকভাবে সমতলের চা শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। দেশের উত্তর জনপদের সমতলের চা চাষ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। একসময়ের পতিত গো চারণ ভূমি এখন সবুজ পাতায় ভরে গেছে। ইতোমধ্যে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারসহ আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ করেছে পঞ্চগড়ের চা। পঞ্চগড়সহ উত্তরাঞ্চলের জেলাসমূহে চা চাষে নিরব বিপ্লব সাধিত হয়েছে। ইতোমধ্যে চায়ের মানচিত্রে উত্তরাঞ্চলের সমতলের চা দেশের দ্বিতীয় চা উৎপাদনকারী অঞ্চল হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। ২০২১ সালে উত্তরাঞ্চলের সমতলে জেলাসমূহে ১১৪৩৪ একর চা আবাদী থেকে রেকর্ড পরিমাণ অর্থাৎ ১ কোটি ৪৫ লক্ষ ৪০ হাজার কেজি চা উৎপাদিত হয়েছে। জাতীয় উৎপাদনের ১৫ শতাংশ চা আসে উত্তরাঞ্চল থেকে। উত্তরাঞ্চলের চা আবাদী সম্প্রসারণ ও উৎপাদন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। উত্তরাঞ্চলের চা শিল্পে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ২৫,০০০-৩০,০০০ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। বাড়ির আঙ্গিনায়, উঁচু পতিত জমিতে চা চাষ করে অত্র এলাকার কৃষকেরা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়েছে। প্রাণ ঘাতী তামাকের পরিবর্তে পরিবেশ বান্ধব চা চাষ করে কৃষকগণ লাভবান হচ্ছেন। ফলে দিন দিন চা চাষে কৃষকদের আগ্রহ বাড়ছে। "সমতলের চা শিল্প" নামক বইটিকে সমৃদ্ধ ও তথ্য বহুল করতে চা শিল্পের ইতিহাস, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের চা শিল্প, চা শিল্পের উন্নয়নে বাংলাদেশ চা বোর্ড, শেখ হাসিনা ও সমতলের চা শিল্প, সমতলের চা শিল্পের বিকাশ ও সম্ভাবনা, সমতলের চায়ের পরিসংখ্যানগত দিক, বর্তমান অবস্থা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, কতিপয় সফল চা চাষির সফলতার গল্প, সমতলের চা শিল্পে কর্মরত চা শ্রমিকদের তথ্য, সমতলের চা চাষ সম্প্রসারণে চ্যালেঞ্জ ও তা থেকে উত্তোরণের উপায়, সমতলে টি ট্যুরিজমের সম্ভাবনা, দুটি পাতা একটি কুঁড়ি মোবাইল অ্যাপ, ক্যামেলিয়া খোলা আকাশ স্কুল, চা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সমতলের চা শিল্প ও চা বোর্ডের বিভিন্ন কর্মসূচীর সচিত্র তথ্যাবলী সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

সমতলের চা শিল্প

ড. মোহাম্মদ শামীম আল মামুন

সমতলের চা শিল্প

ড. মোহাম্মদ শামীম আল মামুন
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট

প্রকাশক
শামিমা নাসরিন হ্যাপি
৫/৩০, ঘাটাইল উত্তর পাড়া, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল।
মোবাইলঃ ০১৭১২১১৯৮৪৩
ইমেইলঃ kbdshameem@gmail.com

কপিরাইট © লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ
১ নভেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
১৬ কার্তিক ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
৫ রবিউস সানি ১৪৪৪ হিজরী

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
সারাহ বিনতে শামীম
সাবাহ বিনতে শামীম

অঙ্গসজ্জা
আরিফ উজ্জামান

মুদ্রণ
বর্ণীল প্রিন্টিং প্রেস, পঞ্চগড়।

মূল্য ঃ ৬৫০ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান
বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।
বাংলাদেশ চা বোর্ড, লিয়াজোঁ অফিস, মতিঝিল, ঢাকা।
বাংলাদেশ চা বোর্ড, আঞ্চলিক কার্যালয়, পঞ্চগড়।

ISBN: 978-984-35-2587-1

উৎসর্গ

স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
যিনি চা বোর্ডের প্রথম বাঙালি চেয়ারম্যান
ও
তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
যিনি সমতলের চা শিল্পের উদ্ভাবক

“আমার মাটি আছে, আমার সোনার বাংলা আছে, আমার পাট আছে, আমার গ্যাস আছে,
আমার চা আছে, আমার ফরেস্ট আছে, আমার মাছ আছে, আমার লাইভস্টক আছে,
যদি ডেভেলপ করতে পারি এই দিন আমাদের থাকবে না”

~ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মুখবন্ধ

চা বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল ও অত্যন্ত নিরাপদ স্বাস্থ্যকর জনপ্রিয় পানীয়। বাংলাদেশে সিলেটের মালনীছড়ায় ১৮৫৪ সালে সর্বপ্রথম বাণিজ্যিকভাবে চা চাষ শুরু হয়। তখন থেকেই এ দেশে চা একটি কৃষিভিত্তিক শ্রমঘন শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। চা কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানী আয় বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ ভোগ, আমদানী বিকল্প দ্রব্য উৎপাদন এবং গ্রামীণ দারিদ্র বিমোচনসহ জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশের চা শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নে স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর অবদান অবিস্মরণীয়। ১৯৫৭-৫৮ সময়কালে তিনি চা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনিই চা বোর্ডের প্রথম বাঙালি চেয়ারম্যান। তাঁর সময়েই চা শিল্পে প্রভূত উন্নয়ন এবং শ্রমকল্যাণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও নগরায়নের ফলে চায়ের অভ্যন্তরীণ চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। তদুপরি বাংলাদেশে উৎপাদিত চা দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়েও বিদেশে রপ্তানী হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের সমতলের জেলাসমূহে চা শিল্পের রয়েছে অপার সম্ভাবনা। ক্ষুদ্র পর্যায়ে সমতলে চা চাষের পথিকৃত জেলা পঞ্চগড়। দেশের সর্ব উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ে চা চাষ শুরুর পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে। ২০০০ সালে উত্তরবঙ্গের পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায়, ২০০৫ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবানে, ২০০৭ সালে ঠাকুরগাঁও এর বালিয়াডাঙ্গীতে ও লালমনিরহাটের হাতিবান্ধায় এবং ২০১৪ সালে নীলফামারীর কিশোরগঞ্জ ও দিনাজপুরের বীরগঞ্জে ক্ষুদ্র পর্যায়ে চা চাষ শুরু হয়। দেশের উত্তর জনপদের সমতলের চা চাষ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। একসময়ের পতিত গো-চারণ ভূমি এখন চায়ের সবুজ পাতায় ভরে গেছে। ইতোমধ্যে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারসহ আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ করেছে পঞ্চগড়ের চা। পঞ্চগড়সহ উত্তরাঞ্চলের জেলাসমূহে চা চাষে নিরব বিপ্লব সাধিত হয়েছে। ২০২১ সালে উত্তরাঞ্চলের সমতলের জেলাসমূহে রেকর্ড পরিমাণ অর্থাৎ ১ কোটি ৪৫ লক্ষ ৪০ হাজার কেজি চা উৎপাদিত হয়েছে। জাতীয় উৎপাদনের ১৫ শতাংশ চা আসে উত্তরাঞ্চল থেকে। উত্তরাঞ্চলের চা আবাদী সম্প্রসারণ ও উৎপাদন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। উত্তরাঞ্চলের সমতলের চা শিল্পে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ২৫,০০০-৩০,০০০ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। বাড়ির আঙ্গিনায়, উঁচু পতিত জমিতে চা চাষ করে অত্র এলাকার কৃষকেরা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়েছে। প্রাণঘাতী তামাকের পরিবর্তে পরিবেশবান্ধব চা চাষ করে কৃষকগণ লাভবান হচ্ছেন। ফলে দিন দিন চা চাষে কৃষকদের আগ্রহ বাড়ছে।

উত্তরাঞ্চলের সমতলের চায়ের আদ্যোপান্ত নিয়ে বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউটের একজন তরুণ চা বিজ্ঞানী ও নর্দান বাংলাদেশ প্রকল্পের পরিচালকের লেখা "সমতলের চা শিল্প" শিরোনামের বইটি চা শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত অংশীজন অর্থাৎ চা বাগান/কারখানা মালিক ও ব্যবস্থাপক, প্লান্টার, ক্ষুদ্র চা চাষিসহ চা তথ্য পিয়াসু জনগনের কাছে সমাদৃত হবে বলে আশা করি। পঞ্চগড়সহ উত্তরাঞ্চলের সমতলের জেলাসমূহে চা শিল্প আরও অনেক ধাপ এগিয়ে যাক এই প্রত্যাশা কামনা করি।

মেজর জেনারেল মোঃ আশরাফুল ইসলাম, এনডিসি, পিএসসি
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চা বোর্ড।

শুভেচ্ছা

স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়নের মহাসড়কে দৃপ্ত পদে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ। জাতীয় অর্থনীতিতে চা শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম ও সুদূরপ্রসারী। পঞ্চগড় জেলায় সমতলের চা চাষের উদ্ভাবক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১৯৯৬ সালে তৎকালীন ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পঞ্চগড় সফরে এসে চা চাষের সম্ভাবনার কথা বলেন। অতঃপর তৎকালীন জেলা প্রশাসক জনাব মো. রবিউল ইসলাম এর তত্ত্বাবধানে পরীক্ষামূলকভাবে পঞ্চগড় জেলায় প্রথম চা চাষ করা হয়। প্রথমে টবে, পরে জমিতে চায়ের চাষ করা হয়। সে সফলতা থেকে পঞ্চগড়সহ আশেপাশের জেলাসমূহে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চা উৎপাদন করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চিন্তার ফসল আজকের পঞ্চগড়ের চা বাগান। উত্তরাঞ্চলের সমতলের চা চাষের ইতিহাস, চা চাষ সম্প্রসারণ, পরিসংখ্যান, চা চাষিদের জীবনযাত্রা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, চা শ্রমিকদের তথ্যাবলী, চা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং সমতলের চা চাষের সাফল্যের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরে "সমতলের চা শিল্প" নামে বাংলায় লেখা একটি বই প্রকাশিত হওয়ায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

পঞ্চগড় জেলার মাটি ও আবহাওয়া চা চাষের অনুকূলে হওয়ায় এ জেলায় রয়েছে চা শিল্পের অপার সম্ভাবনা। পঞ্চগড় জেলায় চা বোর্ড নিবন্ধিত ৮টি বড় চা বাগানের পাশাপাশি প্রায় সাত সহস্রাধিক ক্ষুদ্রায়তন চা বাগান রয়েছে। উত্তরবঙ্গের অনুমোদিত ৪৩টি চা কারখানার ৪১টিই পঞ্চগড় জেলায় অবস্থিত। বিগত বছরে উত্তরাঞ্চলে রেকর্ড পরিমাণ চা উৎপাদিত হয়েছে। উত্তরাঞ্চলে চা আবাদী সম্প্রসারণ ও উৎপাদনের এ ধারা ক্রমবর্ধমান। পঞ্চগড়ে নীরবে ঘটেছে চা চাষের বিপ্লব। পঞ্চগড়ের চা দেশের বাজারসহ আন্তর্জাতিক বাজারেও প্রবেশ করেছে। এখানকার অর্গানিক চা বিক্রি হচ্ছে লন্ডনের হ্যারোড অকশন মার্কেটে। রপ্তানি হচ্ছে দুবাই, চীন, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি ও আরব আমিরাতে। বিশ্বের সর্বোৎকৃষ্ঠ নির্ভেজাল ও নিরাপদ পানীয় এ চায়ের চাষ বৃদ্ধির জন্য সরকারি ও বেসরকারিভাবে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালাতে হবে।

পঞ্চগড় জেলা প্রশাসনের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন সময়ে উত্তরাঞ্চলের সমতলের চা শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত অংশীজনদের নিয়ে আলোচনা সভা, সেমিনার, মতবিনিময় সভা, প্রশিক্ষণ কর্মশালা, কাঁচা পাতার মূল্য নির্ধারণী সভা, বটলিফ চা কারখানা তদারকি ইত্যাদির কাজ সুচারু ও সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলছে। ইতোমধ্যে পঞ্চগড়ের উৎপাদিত চা সহজে বিক্রয় ও বাজারজাতকরণে জেলায় একটি নিলাম কেন্দ্র স্থাপন করার জন্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। "সমতলের চা শিল্প" বইটির লেখক একজন তরুণ চা বিজ্ঞানী ও উত্তরাঞ্চলের ক্ষুদ্রায়তন চা আবাদ সম্প্রসারণ প্রকল্পের পরিচালক হিসেবে তাঁর বইটিতে সমতলের চায়ের আদ্যোপান্ত বিষয়াদি সুন্দর ও সাবলীলভাবে তুলে ধরেছেন। আশাকরি বইটি পাঠক সমাজে সমাদৃত হবে। মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সূবর্ণ জয়ন্তীতে পঞ্চগড় তথা সমতলের চা শিল্প আরও একধাপ এগিয়ে যাক এই প্রত্যাশা কামনা করি।

মোঃ জহুরুল ইসলাম
জেলা প্রশাসক, পঞ্চগড়

ভূমিকা

জাতীয় অর্থনীতিতে চা শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বর্তমান সরকার চা শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। চা শিল্পের প্রসারে বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক সমগ্র বাংলাদেশে চা আবাদির সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করে ১৭টি জেলা বিশেষ করে রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী, দিনাজপুর, লালমনিরহাট, জামালপুর, ময়মনসিংহ, শেরপুর, নেত্রকোনা, টাঙ্গাইল, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার জেলায় মোট ১ লাখ ১ হাজার ৭২ হেক্টর ক্ষুদ্রায়তনের চা চাষযোগ্য জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৯ সালে সিলেট ও চট্টগ্রামের পাশিপাশি পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও এ চা চাষের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয় এবং এ অঞ্চলে ৪০,০০০ একর চা চাষযোগ্য জমি চিহ্নিত করা হয়। বর্তমানে পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, লালমনিরহাট, নীলফামারী ও দিনাজপুর জেলায় ১১,৪৩৪ একর জমিতে চা চাষ হচ্ছে। পঞ্চগড়ে চা চাষ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। এ অঞ্চলে যেমন দিন দিন চা আবাদী বাড়ছে তেমনি চায়ের উৎপাদনও বাড়ছে। বর্তমানে উত্তরাঞ্চলের সমতলের চা শিল্প জাতীয় চা উৎপাদনে ১৫ শতাংশ অবদান রাখছে।

হিমালয় কন্যা খ্যাত সবুজের সমারোহ পঞ্চগড় জেলা ব্রান্ডিং লগোতে স্থান পেয়েছে 'দুটি পাতা একটি কুঁড়ি' যা উৎপাদনের নির্দেশক। "উত্তরের প্রবেশ দ্বার, সবুজ চায়ের সমাহার" জেলা ব্রান্ডিং শ্লোগানকে সামনে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সমতলের চা শিল্প। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ২০০০ সালে পঞ্চগড়ে আনুষ্ঠানিকভাবে চা চাষ শুরু করে সাফল্যের দুই দশক পেরিয়ে ২০২১ সালে উৎপাদিত হয়েছে ১ কোটি ৪৫ লক্ষ কেজিরও বেশী চা। এই সাফল্যের পশ্চাদে সরকারের সঠিক পরিকল্পনা ও নির্দেশনা, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নজরদারি, চা বোর্ডের কর্মকর্তাদের নিরলস প্রচেষ্টা, জেলা প্রশাসনের পৃষ্ঠপোষকতা, চা শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত অংশীজনদের আন্তরিক প্রচেষ্টাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের ভূমিকা অনস্বীকার্য। “সমতলের চা শিল্প” নামক বইটিকে সমৃদ্ধ ও তথ্যবহুল করতে চা শিল্পের ইতিহাস, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের চা শিল্প, চা শিল্পের উন্নয়নে বাংলাদেশ চা বোর্ড, শেখ হাসিনা ও সমতলের চা শিল্প, সমতলের চা শিল্পের বিকাশ ও সম্ভাবনা, সমতলের চায়ের পরিসংখ্যানগত দিক, বর্তমান অবস্থা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, চা বাগানে কর্মরত চা শ্রমিকদের তথ্য, কতিপয় সফল চা চাষির সফলতার গল্প, সমতলের চা চাষ সম্প্রসারণে চ্যালেঞ্জ ও তা থেকে উত্তোরণের উপায়, সমতলে টি টোরিজমের সম্ভাবনা, দুটি পাতা একটি কুঁড়ি মোবাইল অ্যাপ, ক্যামেলিয়া খোলা আকাশ স্কুল, চা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সমতলের চা শিল্প ও চা বোর্ডের বিভিন্ন কর্মসূচীর সচিত্র তথ্যাবলী সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

স্বল্প সময়ের মধ্যে এ ধরণের একটি পূর্ণাঙ্গ বই প্রকাশ করা কঠিন কাজ। বাংলাদেশ চা বোর্ডের বর্তমান ও পূর্ববর্তী চেয়ারম্যান মহোদয়গণের গতিশীল নেতৃত্বে এবং চা বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আন্তরিক ও সার্বিক সহযোগিতায় বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। বইটি প্রকাশে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি-বিচ্যুতি আশাকরি পাঠকসমাজ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। পরিশেষে উত্তরবঙ্গের সমতলের চা শিল্পের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

ড. মোহাম্মদ শামীম আল মামুন

সূচিপত্র

০১	চা শিল্পের ইতিহাস	১১
০২	বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের চা শিল্প	৩৩
০৩	চা শিল্পের উন্নয়নে বাংলাদেশ চা বোর্ড	৪৭
০৪	শেখ হাসিনা ও সমতলের চা শিল্প	৮৯
০৫	সমতলের চা শিল্পঃ বিকাশ ও সম্ভাবনা	৯৫
০৬	সমতলের চায়ের পরিসংখ্যান	১১৬
০৭	সমতলের চা শিল্পের ঐতিহ্যঃ কাজী এন্ড কাজী অর্গানিক চা	১৪২
০৮	আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনে চা	১৪৭
০৯	সমতলের চা শিল্পের কতিপয় সফল চা চাষির সফলতার গল্প	১৫১
১০	সমতলের চা শিল্পে কর্মরত চা শ্রমিকদের তথ্য	১৬৫
১১	সমতলের চা ও পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা	১৮৬
১২	দুটি পাতা একটি কুঁড়িঃ মোবাইল অ্যাপ	১৯৯
১৩	ক্যামেলিয়া খোলা আকাশ স্কুল	২০৯
১৪	চা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	২১৮
১৫	সংবাদপত্রে সমতলের চা শিল্প	৩৪৫
১৬	স্থিরচিত্রে সমতলের চা শিল্প	৩৬৩

প্রথম অধ্যায়

চা শিল্পের ইতিহাস

চা শব্দের উৎপত্তি

পানির পরেই চা বিশ্বের একমাত্র নির্ভেজাল, জনপ্রিয় ও সর্বাধিক উপভোগ্য সস্তা পানীয় যা ক্যামেলিয়া সাইনেনসিস নামক চিরসবুজ গুল্ম জাতীয় গাছের কচি পাতা থেকে উৎপন্ন হয়। চীনের একটি উপজাতীয় ভাষা অময় (Amoy)। এই অময় ভাষার শব্দ 'তে' (te) থেকে পরর্বতীতে ক্যান্টনিজ ভাষায় চা (Cha) শব্দটির উৎপত্তি ঘটেছে বলে জানা যায়। 'চা' শব্দটি পারস্য, পর্তুগীজ, জাপান, রাশিয়াসহ বিভিন্ন দেশের ভাষায় সাদরে গৃহীত হয়েছে। তবে 'তে' (te) নামটি থেকে আরেকটি অপভ্রংশ 'Tea' ইংরেজি ভাষা প্রভাবিত বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। অনেকের মতে ইংরেজিতে চা-এর প্রতিশব্দ হলো টি (Tea)। গ্রীকদেবী থিয়ার নামানুসারে এরূপ নামকরণ করা হয়েছিল। চীনে 'টি' এর উচ্চারণ ছিল 'চি' পরে হয়ে যায় 'চা'। ইংরেজরা এ উপমহাদেশে উপনিবেশ স্থাপন করার পূর্বেই ফারসি ভাষার অন্যান্য শব্দের সাথে 'চা' শব্দটি বাংলা ভাষায় স্থাপন করে নেয়। এ থেকে বুঝা যায় যে, 'চা' শব্দটি সরাসরি চীন থেকে এ উপমহাদেশে আসেনি, এসেছে ফারসি ভাষা থেকে।

চায়ের উদ্ভিদতত্ত্ব

চা গাছ একটি বহুবর্ষজীবি চিরসবুজ উদ্ভিদ। চায়ের উদ্ভিদতাত্ত্বিক বা বৈজ্ঞানিক নাম ক্যামেলিয়া সাইনেনসিস, [*Camellia sinensis* (L). O. Kuntze]। সকল চা গাছ একই প্রজাতিভূক্ত। ১৭৫৩ সালে সুইডিশ উদ্ভিদ শ্রেণিতত্ত্ববিদ ক্যারোলাস লিনিয়াস তাঁর প্রকাশিত Species Plantraum নামের বইয়ের প্রথম খন্ডের ৫১৫ পৃষ্ঠায় চা'কে *Thea sinensis* এবং দ্বিতীয় খন্ডে ৬৯৮ পৃষ্ঠায় চা' কে *Camellia sinensis* হিসাবে তালিকাভুক্ত করেন। একই বইয়ের দ্বিতীয় খন্ডে তিনি শোভাবর্ধক চায়ের আরেকটি জাতকে *Camellia japonica* নামে অভিহিত করেন। Thea এবং Camellia প্রথম দিকে আলাদা Genus হলেও পরবর্তী সময়ে Thea জেনাসে চা'কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। Thea একটি গ্রীক শব্দ যার অর্থ দেবী। সেই হিসাবে চা'কে ঐশ্বরিক গুল্ম হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ১৮১৮ সালে ইংরেজ উদ্ভিদ বিজ্ঞানী রবার্ট সুইট এবং ১৮২২ সালে প্রকৃতি বিজ্ঞানী হেনরিক ফেডারিক চা'কে Thea জেনাসের পরিবর্তে Camellia জেনাসে এর অন্তর্ভুক্ত করেন। বর্তমানে বাংলাদেশে চায়ের দু'টি প্রজাতি বাণিজ্যিকভাবে আবাদ করা হয়। তন্মধ্যে একটি *Camellia sinensis* এবং অপরটি *Camellia assamica*. চায়ের প্রজাতিগুলি আসাম, চায়না ও হাইব্রিড (ইন্দো-চায়না/ক্যাম্বোড) জাত থেকে উদ্ভুত। অঙ্গসংস্থান বিবেচনায় চা একটি চিরসবুজ বৃক্ষ। এর পাতা সরল, একান্তর, দাঁতযুক্ত। ফুল উভলিঙ্গ,

সম্পূর্ণ। বৃত্যাংশ- পাঁচটি, দলাংশ- পাঁচটি, পুংকেশর- অসংখ্য, পরাগধানী- দ্বিকোষী। গর্ভাশয়- অধিগর্ভ, ২-৪ প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট, গর্ভাশয় সংখ্যা ২-৪টি, একক প্রায় বিরল। ফল ক্যাপসুল, বীজ সল্পায়ু, শুকালে কার্যাকারিতা থাকে না। ক্রোমসোম ডিপ্লয়েড (2n =30)।

চায়ের পরিবেশ

ভূমি, জলবায়ু এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ চায়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। চা গাছ এমন একটি কৃষিজাত ফসল যে তার বৃদ্ধিতে কিছুটা আরণ্যক পরিবেশ পছন্দ করে। তবে পাহাড়ী উঁচু ঢালু জমি ছাড়াও সমতলের উঁচু জমিতেও চা চাষ করা যায়। জাপান ও জর্জিয়ায় সমুদ্রপৃষ্ঠের সমান সমতল ভূমিতে চা উৎপন্ন হয়। শ্রীলঙ্কা এবং কেনিয়ার পার্বত্য অঞ্চল যা সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ৫৭০০ ফুট উঁচু সেখানেও চা আবাদ হয়। আবার সমুদ্রপৃষ্ঠের নীচে অবস্থান যেমন ইরান এমন জায়গায়ও চা উৎপন্ন হচ্ছে। উষ্ণ ও আদ্র পরিবেশ যেখানে তাপমাত্রা ২৬-২৮° সেঃ এবং বৃষ্টিপাত ২০০০ মিমি এর উপরে ও বাতাসে জলীয় অংশ ৭০-৯০%, সে জায়গা চায়ের বৃদ্ধির জন্য আদর্শ পরিবেশ। এছাড়া দিবালোকের স্থায়িত্ব ১২ ঘন্টার কাছাকাছি, মাটি অল্পধর্মী (পিএইচ ৪.৫-৫.৮), বেলে-দোয়াশ ও সন্তোষজনক পুষ্টিমানসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। চা গাছ মোটেই জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি কোনটাই চায়ের অনুকূল নয়। চায়ের সঠিক বৃদ্ধির জন্য যেমন প্রচুর পানি দরকার তেমনই পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাও নিশ্চিত থাকা জরুরী।

চা শিল্পের ইতিহাস

চা শিল্পের ইতিহাস অতি সুপ্রাচীন। উদ্ভিদ উৎপত্তি বিশারদগণ বলেছেন চায়ের উৎপত্তিস্থল বা আদিবাস বর্তমান সুদূর উত্তর চীন ও মঙ্গোলিয়া অঞ্চলে। চায়ের জন্ম সুদূর চীন দেশেই। যীশু খ্রিস্টের জন্মেরও ২৭৩৭ বছর আগের কথা। সে সময়কার চীনের সম্রাট শেন নাং পানির সাথে চায়ের কয়েকটা পাতা মিশিয়ে পান করে গরম পানি পান করা অপেক্ষা কিছুটা ভিন্ন স্বাদ অনুভব করেন এবং সম্রাট শেন নাং চা'কে বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহার করার অনুমতি দেন। সেই থেকেই আজও চা স্বাস্থ্যরক্ষায় ব্যবহার হয়ে আসছে। ঐ সময় শুধুমাত্র রাজা ও রাজপরিবার সদস্যবৃন্দ ঔষধ হিসেবে চায়ের আস্বাদন নিতে পারত। চা নিয়ে প্রচলিত একটি উপকথার কথাই বলা যাক। এক বনে এক সন্নাসী ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। হঠাৎ তাঁর খুব নিদ্রা পাচ্ছিল। কিন্তু কিছুতেই নিদ্রা দূর করতে পারছিল না। এতই ঘুম যে চোখের দুটি পাতা আপনিই ভারী হয়ে বুজে আসে। নিদ্রায় তাঁর বার বার ধ্যান ভেঙ্গে যায়। সাধনায় চোখের পাতা দুটি খুবই ব্যাঘাত ঘটাচ্ছিল। সন্নাসী রাগে চোখের পাতা দুটোকে ছিড়ে ফেলে দিল। চোখের পাতা ছেড়ার ব্যাথায় আপাতত ঘুম চলে গেল। যেখানে চোখের পাতা দুটি ফেলা হয়েছিল সেখানে মাটি ফুড়ে গজিয়ে গেল ছোট্ট একটি সুন্দর চিরসবুজ গাছ। সন্নাসী গাছটির পাতা ছিড়ে নিজের চোখের উপর রাখলেন কিন্তু পাতা দুটি তার চোখে জোড়া না লাগায় সন্নাসী ভীষন ক্ষেপে পাতা দুটি চিবিয়ে খেয়ে ফেললেন। এতেই ঘটে গেল এক অলৌকিক কান্ড। সন্নাসীর নিদ্রা দূর হয়ে গেল। জানি এ শুধুই উপকথা। কিন্তু আজও যখন আমরা বলি চা খেলে ঘুম আসে না সেটাকি এই উপকথার সূত্র ধরেই। এটি প্রতীয়মান হয় যে চা শুধু ঔষধি পানীয়ই নয় এটা ক্লান্তি দূর করে ও শরীরকে চাঙ্গা করে। চায়ের বিস্তৃতি আজ উত্তর চীন থেকে দক্ষিণ আর্জেন্টিনা পর্যন্ত। কম্বোডিয়া ভাষায় চায়ের নাম 'cha' এবং ওই নাম

নিয়েই সে বিশ্ব ভ্রমন করেছে, গেছে জাপান, ফরমোজা (তাইওয়ান), মায়ানমার, ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, মালিয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, তুরস্ক, ফিলিপাইন, কুইন্সল্যান্ড, আফ্রিকা, কেনিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা, দক্ষিণ ক্যারোলিনা, আর্জেন্টিনা, রাশিয়া, জর্জিয়া পর্যন্ত।

চায়ের ইতিহাসে এক সন্ন্যাসীর অলৌকিক ঘটনার দৃশ্য

চায়ের ইতিহাসে শুরুর দিকে চা বৃক্ষ থেকে বানর দিয়ে চা পাতা চয়নের দৃশ্য

চীনের পরে জাপানে চা আবাদ শুরু হয়। কেউ কেউ মনে করেন, ১২০০ খ্রিস্টাব্দে ইসাঈ নামের এক ধর্ম প্রচারক চীন থেকে জাপানে প্রথম চা বীজ নিয়ে যান এবং তাঁকেই জাপানের চা শিল্পের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে ইন্দোনেশিয়ার জাভায় চা প্রবর্তন করা হলেও বাণিজ্যিকভাবে চা আবাদ শুরু হয় ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে। পরে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতের আসাম থেকে বীজ দিয়ে চা আবাদ শুরু হলে ইন্দোনেশিয়াতে চা আবাদ লাভজনক হয়ে উঠে। ভারতের চা চাষের সফলতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অন্যান্য দেশও চা চাষ আরম্ভ করে। শ্রীলঙ্কাতে কফি গাছে পাতার মোড়ক দেখা দিলে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের পর শ্রীলঙ্কাতে কফি প্রতিস্থাপন করে ব্যাপকভাবে চা আবাদ আরম্ভ হয়। আফ্রিকার মালাউতে প্রথম বাণিজ্যিক চা বাগান প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে। বিংশ শতাব্দীর কুড়ি এবং ত্রিশের দশকে কেনিয়া, তানজানিয়া এবং উগান্ডায় চা আবাদ শুরু হয়। ১৮৪৬ সালে রাশিয়াতে প্রথম চা রোপণ করা হলেও প্রথম সাফল্যজনক আবাদ জর্জিয়াতে শুরু হয় ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে। এছাড়া তাইওয়ানে ১৮১৫, তুরস্কে ১৮৩৯, দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে চা প্রবর্তন করা হয়। বর্তমানে বিশ্বে ৫০টিরও বেশী দেশে চা চাষ হচ্ছে।

ভারত উপমহাদেশে চা চাষ

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নানা কারণে চীন এবং পার্শ্ববর্তী দেশগুলোয় বাণিজ্যিক সমস্যার সম্মুখীন হয়। চা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও একই সমস্যায় পড়তে হয় কোম্পনীকে। তাই উনিশ শতকের শুরুতে কোম্পানীকে নতুন ভাবনায় পড়তে হয়। আসামের জঙ্গলে ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে মেজর স্কট এবং ক্যাপ্টেন সিএ ব্রুস বা লেঃ চার্ল্টন চা গাছ আবিষ্কার করেন। ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে ভারতে প্রথম চীন থেকে চা বীজ আনা হয় বলে জানা যায়। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে স্যার জোসেফ ব্যাংক (উদ্ভিদতত্ত্ববিদ) হিমালয়ের পাদদেশে চা আবাদের সম্ভাবনা ব্যক্ত করেছিলেন। তার প্রায় একশ বছর পর ১৮৩১ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক কর্মচারী রবার্ট ব্রুস ও তার ভাই চার্লস নিশ্চিত করেন যে আসাম এলাকায় স্থানীয় চা বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন সম্ভব এবং এই লক্ষে তাঁরা সদ্য প্রতিষ্ঠিত কলকাতা বোটানিক্যাল গার্ডেনে চায়ের বীজ এবং নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠান। ১৮৩৪ সালের ১ ফেব্রুয়ারি লর্ড বেন্টিংক 'চা কমিটি' গঠন করেন। কমিটির সেক্রেটারি জি আই গর্ডঙ্কে চীনে পাঠিয়ে চা বীজ আনার ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৩৩ সালে ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী চায়ের আবাদ শুরু করে। ১৮৩৫ সালে প্রথম ইন্ডিয়ান টি কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়। নাম দেয়া হয় 'আসাম টি কোম্পানি'। ১৮৩৬ সালে ব্রুসকে চা বাগানের অধীক্ষক নিযুক্ত করা হয়। চার্লস ব্রুস পৃথিবীর প্রথম পেশাদার টি প্লান্টার হিসেবে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৮৫০ সালে দার্জিলিং এ চায়ের আবাদ শুরু হয়। ১৮৩৯ সালে কলকাতায় বেঙ্গল টি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৮৩৬ সালে লন্ডন অকশন হাউজে ভারতের চা অকশনে ওঠে।